PRICE Rs. 5/-

শিশুভবন পত্রিকা

নেহরু চিলড্রেনস্ মিউজিয়ামের মুখপত্র
AN ORGAN OF NEHRU CHILDREN'S MUSEUM

SISHUBHAVAN PATRIKA

খন্ড - ৪৩ ঃ সংখ্যা - ৭ ঃ জুলাই ২০১৮ *visit our website : www.nehrumuseum.org* Vol- 43 : No - 7 : July 2018

নাট্যোৎসব - ২০১৮

পনেরো বছরের নাট্যোৎসব। ৪ঠা জুলাই থেকে ৭ই জুলাই ২০১৮। ২০০৩ সাল থেকে গুটি গুটি পায়ে যে নাট্যদলটির চলা শুরু রমাপ্রসাদ বণিকের হাত ধরে আজ সে নাবালকত্ব পেরিয়ে সাবালক হওয়ার মুখে। এই দীর্ঘ সময় নানান ঘাত প্রতিঘাত এসেছে কিন্তু নেহরু চিলড্রেনস্ মিউজিয়ামের মত বটবৃক্ষ মাথার উপরে থাকায় অনায়াসে তাকে প্রতিহত করতে পেরেছে শিশু চারাটি। প্রতিবারই নতুন নতুন মুখ এসেছে বাবা মা এর হাত ধরে। একে একে তারা মিশে গেছে পুরানোদের সঙ্গে। নতুন ভাবে তৈরী হয়েছে চরিত্রাভিনেতা বা চরিত্রাভিনেত্রীর নাম। কিন্তু নাটকের স্বাদ পাল্টায়নি।

এবারের নাট্যোৎসবে ছিল চারদিনে পাঁচটি নাটক। প্রথমদিনের নাটক "অনুভব" বহুবার অভিনীত। নাট্যকার পরিচালক রমাপ্রসাদ বণিকের তৈরী করা এই নাটকে নতুন মোড়কে মুড়েছেন পরিচালক জীবন সাহা। অভিনেতারাও বদলেছে। দর্শক তাকেই সাদরে গ্রহণ করেছে।

দ্বিতীয় দিনের নাটক দুটিই একদম ছোটদের। একদিকে উপেন্দ্রকিশোর অপরদিকে অস্কার ওয়াইল্ড। দুই দিকপাল লেখকের অসামান্য দুটি গল্পকে কেন্দ্র করে নাটক দুটির ছোটদের উপযোগী রূপ দিয়েছেন পরিচালক অঞ্জন দেব ও সীমা মুখোপাধ্যায়। ভরপুর রানু মুখার্জী মঞ্চ বা একাডেমী। ভরপুর দর্শকদের মন। ছোটরা তাদের রিহার্সালকেও ছাপিয়ে গিয়ে পরিবেশন করল নাটক দুটি।

তৃতীয় দিনের আকর্ষণ ছিল নতুন নাটক "অবরোধ"। নেহরু মিউজিয়াম নাট্যদলের অন্যতম অভিভাবক দেবেশ মুখোপাধ্যায়ের রচনাটিকে নাটকোপোযোগী করে তুললেন সীমা মুখোপাধ্যায় আর তাকে মঞ্চ উপযোগী করে তুললেন জীবন সাহা।

শেষ দিন ছিল শনিবার। একটু অসময়ের মঞ্চ পাওয়া গিয়েছিল। তবু হৈ হৈ করে অভিনয় করল ছোটরা। দেবেশ মুখোপাধ্যায়ে রচনা, অমিত বিশ্বাসের নাট্যরূপ ও জীবন সাহার পরিচালনায় "আশ্রয়" যেন সেই বার্তাই পাঠালো যে নাটক মানুষের অর্ন্তনিহিত আবেগ। মঞ্চ, সময় বা দর্শক - কোনও কিছুই নাটকের ভাবাবেগকে দমিয়ে রাখতে পারে না।

শতাব্দীর দীর্ঘতম পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ ও উজ্জ্বল মঙ্গল একই আকাশে

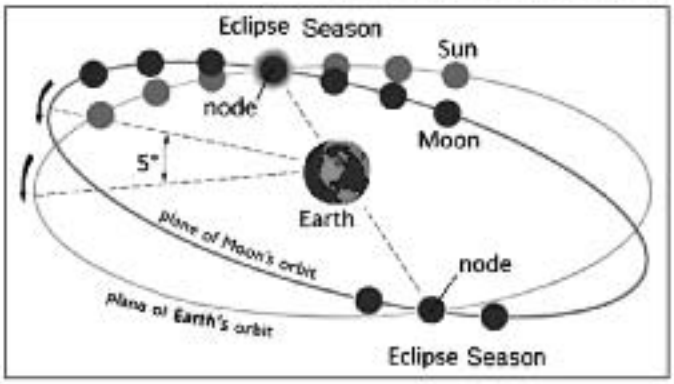

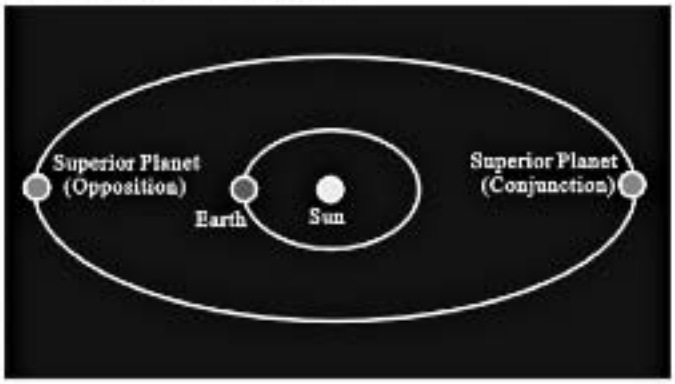

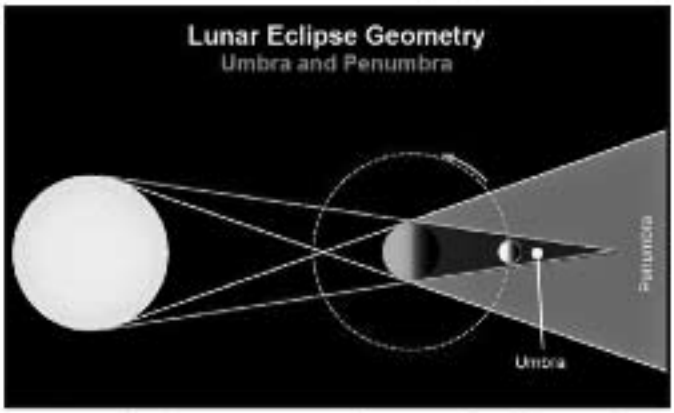

২৭শে জুলাই ঘটতে চলেছে একবিংশ শতাব্দীর দীর্ঘতম পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ। পূর্ণগ্রাসের স্থায়ীত্বকাল প্রায় ১ ঘন্টা ৪৩ মিনিট। এবং দেখা যাবে গোটা ভারতবর্ষ থেকে। ভারতীয় সময় রাত ১১টা ৫৪ মিনিট নাগাদ শুরু হবে চাঁদের আংশিক গ্রহণ। পূর্ণগ্রাস গ্রহণ হবে রাত ১টা ৫১ মিনিট নাগাদ সর্বোচ্চ গ্রহণ অর্থাৎ চাঁদ থাকবে পূর্ণ গ্রাসের ঠিক মাঝামাঝি পর্যায়। আংশিক গ্রহণ শেষ হবে রাত ৩টে ৪৯ মিনিট নাগাদ।

কখন হয় এই চন্দ্রগ্রহণ? পৃথিবী যেমন ৩৬৫ দিনে সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে তেমনই চাঁদ পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করতে সময় নেয় সাড়ে ২৯ দিন। এই সময়কে বলা হয় চন্দ্রমাস। একটি চন্দ্রমাসে আমরা পাই একটি পূর্ণিমা ও একটি অমাবস্যা।

পূর্ণিমা তিথিতে চাঁদ অবস্থান করে পৃথিবীর নিরিখে সূর্যের বিপরীত দিকে। এই অবস্থানে সূর্যের আলো সরাসরি চাঁদের যে পৃষ্ঠে পড়ে সেই আলোকিই আমরা পৃথিবীর রাতের আকাশ থেকে দেখতে পাই। দেখি চন্দ্রের পূর্ণ আলোকিত পৃষ্ঠ - ঘটে পূর্ণিমা।

এই পূর্ণিমার চাঁদেরই হয় গ্রহণ। সূর্যের আলো পৃথিবীর উপর পড়লে পৃথিবীর দ্বারা একটি ছায়া সৃষ্টি হয়। পূর্ণিমার চাঁদ যখন এই ছায়াঞ্চলের মধ্যে প্রবেশ করে তখনই আমরা দেখি চন্দ্রের গ্রহণ। কিন্তু প্রতি পূর্ণিমাতেই তো এমন অবস্থান ঘটে, তবে প্রতি পূর্ণিমায় গ্রহণ হয় না কেন? হয় না তার কারণ সূর্য-পৃথিবী ও পৃথিবী-চাঁদের তলদুটি সমতলে নেই। পৃথিবীর কক্ষপথ ও চাঁদের কক্ষপথ একে পরস্পরকে ৫ ডিগ্রী কোণে ছেদ করে। ছেদবিন্দু দুটিকে বলা হয় পাত (node)। এই কৌণিক দূরত্বের ফলে প্রতি পূর্ণিমায় সূর্য-পৃথিবী-চাঁদ একটি সরল রেখায় আসতে পারে না। একটি সরল রেখায় তখনই আসে যখন চাঁদ অবস্থান করে দুটির কোন একটি পাতে বা পাতের আশেপাশে। আর শুধু মাত্র তখনই হয় গ্রহণ। একটি পাতের দুই দিকে সাড়ে ১৬ ডিগ্রী কৌণিক দূরত্ব অর্থাৎ একটি পাতকে কেন্দ্র করে এই ৩৩ ডিগ্রী অঞ্চলকে বলা হয় "গ্রহণ ঋতু" (eclipse season)। অর্থাৎ একটি বছরে দুইবার আসে গ্রহণ ঋতু মোটামুটি ৬ মাস ব্যবধানে। এবং ৩৩ দিনের হওয়ার ফলে একটি গ্রহণ ঋতুতে হতে পারে দুটি বা সর্বোচ্চ তিনটি গ্রহণ। একটি সূর্য গ্রহণ ও দুটি চন্দ্র গ্রহণ বা একটি চন্দ্র গ্রহণ ও দুটি সূর্য গ্রহণ। (অমাবস্যায় সূর্যের গ্রহণ হয়)।

পৃথিবী থেকে চাঁদের গড় দূরত্ব ৩ লক্ষ ৮৪ হাজার কিমি। চাঁদের কক্ষপথ উপবৃত্তাকার হওয়ার ফলে ঘুরতে ঘুরতে চাঁদ কখন চলে আসে পৃথিবীর খুব কাছে আবার কখন পৃথিবীর থেকে চলে যায় বেশ দূরে। সব থেকে কাছের দূরত্ব ৩ লক্ষ ৫৬ হাজার কিমি ও সব থেকে দূরে চলে গেলে তার দূরত্ব হয় ৪ লক্ষ ৬ হাজার কিমি। আগামী ২৭ শে জুলাই চাঁদ থাকবে প্রায় ৪ লক্ষ ৬ হাজার কিলোমিটারের কাছে। পৃথিবীর থেকে দূরে থাকার ফলে চাঁদের গতি থাকবে ধীর, আর সেই কারণে পৃথিবীর সৃষ্ট ছায়া অতিক্রম করতে সময় ও নেবে বেশী। আমরা দেখব শতাব্দীর দীর্ঘতম চন্দ্র গ্রহণ।

এর পরের চন্দ্র গ্রহণটি যা কলকাতা থেকে দৃশ্যমান, হবে আংশিক - ১৭ই জুলাই ২০১৯। কলকাতাবাসী বা ভারতবাসীর পূর্ণগ্রাস চন্দ্র গ্রহণ দেখার সুযোগ মিলবে আবার সাত বছর পর - ২০২৫ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর।

২৭শে জুলাই একই সাথে রাতের আকাশে দেখা যাবে খুব উজ্জ্বল লাল মঙ্গলকে। ঘটবে মঙ্গলের ও পূর্ণিমা। সূর্য থেকে দূরত্ব অনুসারে মঙ্গলের কক্ষপথে পৃথিবীর পরে। বর্হিভূত গ্রহ (superior planet) হওয়ায় সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে করতে

শতাব্দীর দীর্ঘতম পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ ও উজ্জ্বল মঙ্গল একই আকাশে

২৭শে জুলাই ঘটতে চলেছে একবিংশ শতাব্দীর দীর্ঘতম পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ। পূর্ণগ্রাসের স্থায়ীত্বকাল প্রায় ১ ঘন্টা ৪৩ মিনিট। এবং দেখা যাবে গোটা ভারতবর্ষ থেকে। ভারতীয় সময় রাত ১১টা ৫৪ মিনিট নাগাদ শুরু হবে চাঁদের আংশিক গ্রহণ। পূর্ণগ্রাস গ্রহণ হবে রাত ১টা ৫১ মিনিট নাগাদ সর্বোচ্চ গ্রহণ অর্থাৎ চাঁদ থাকবে পূর্ণ গ্রাসের ঠিক মাঝামাঝি পর্যায়। আংশিক গ্রহণ শেষ হবে রাত ৩টে ৪৯ মিনিট নাগাদ।

কখন হয় এই চন্দ্রগ্রহণ? পৃথিবী যেমন ৩৬৫ দিনে সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে তেমনই চাঁদ পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করতে সময় নেয় সাড়ে ২৯ দিন। এই সময়কে বলা হয় চন্দ্রমাস। একটি চন্দ্রমাসে আমরা পাই একটি পূর্ণিমা ও একটি অমাবস্যা।

পূর্ণিমা তিথিতে চাঁদ অবস্থান করে পৃথিবীর নিরিখে সূর্যের বিপরীত দিকে। এই অবস্থানে সূর্যের আলো সরাসরি চাঁদের যে পৃষ্ঠে পড়ে সেই আলোকিই আমরা পৃথিবীর রাতের আকাশ থেকে দেখতে পাই। দেখি চন্দ্রের পূর্ণ আলোকিত পৃষ্ঠ - ঘটে পূর্ণিমা।

এই পূর্ণিমার চাঁদেরই হয় গ্রহণ। সূর্যের আলো পৃথিবীর উপর পড়লে পৃথিবীর দ্বারা একটি ছায়া সৃষ্টি হয়। পূর্ণিমার চাঁদ যখন এই ছায়াঞ্চলের মধ্যে প্রবেশ করে তখনই আমরা দেখি চন্দ্রের গ্রহণ।

Congratulations

Winners of 24th Annual National Art Competition, 2018

Very Special Arts India

Prantik Das	**Hearing Impaired**	**First Prize**	**₹ 1000/-**
Sampad Basak		**First Prize**	**₹ 1000/-**
Megha Khan		**Second Prize**	**₹ 500/-**

Thank You Donors

Ankit Santra	Arpita Nandy	Nupur Mukherjee
Aparna Chakraborty	Dr. Sudeshna Bhar Kundu	Rajarshi Roy - Rup O Manjari
Ananya Music	Himangshu Kr. Saha	Sneha Vahata
Arkadip Basu	Jayanta Kr. Ghosh	Tanmoy Sen

It is with the help & Co-operation from persons like you that we are able to run our projects effectively for 45 years

Happy Birthday To Our Little Friends ..... August 2018

Souradeep Mandal	01	Kinshuk Roy	09	Swapnil Ghosh	22
Sayantani Let	02	Ayush Chattopadhyay	11	Tanishqa Chowdhury	22
Aachindrila Naskar	02	Abhiraj Chandra Chanda	12	Sukanya Rao	22
Oishiki Pal	02	Subhasree Rakshit	13	Meghna Das	23
Arundhati Dasgupta	02	Debapriya Banerjee	14	Sampad Basak	27
Tapobroto Ghosh	03	Devashree Bhunia	17	Aarshiya Chakraborty	28
Disha Mandal	03	Rupsha Sheet	17	Hrilekha Bnadopadhyaya	28
Oishee Banerjee	05	Ekantika Mazumdar	17	Mandira Sengupta	29
Aheri Mandal	08	Debashmita Chowhdhury	20	Jyotishkka Roy	30
Barsha Das	08	Shreyosee Rakshit	22	Anshuman Shaw	30
Sharanya Acharya	09	Aheli Das	22	Anushree Choudhury	30

নাট্যোৎসব - ২০১৮

নাট্যোৎসব - ২০১৮

অভিনন্দন

গত ১৭ই জুন, ২০১৮ তারিখে নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়াম (পশ্চিমবঙ্গ) অনুষ্ঠিত **সিপ্ অ্যাবাকাস প্রডিজি, ২০১৮** প্রতিযোগিতায় খিদিরপুর নিবাসী **দেবশ্রী ভুঁইয়া** অংশগ্রহণ করে এবং সফলতার সহিত পুরস্কার অর্জ্জন করেছে।
আমরা তার উন্নতি কামনা করি।

You can help us
to help the needy section of our Society

- By sponsoring one handicapped child @ Rs. 1,800/- for education (purchasing books or their tuition fees), for one year.
- Donation of Rs. 25,000/- to the Corpus Fund will help a handicapped child to receive a scholarship from the interest accrued from this fund. We presently award Scholarships amounting to Rs. 2 Lakhs to 227 handicapped, blind and poor children from our funds and donations received from individuals, Organisations and Trusts.
- Donation of Rs. 1.,800/- per year will help us to provide scholarship to students to continue training in the field of Recitation. Rabindra Sangeet, Kathak and Bharat Natyam. Since its inception in 1966 till the year 2016, 1409 students have received Scholarships in the streams of Rabindra Sangeet, Nazrul Geeti, Kathak, Bharat Natyam, Odissi, Recitation (Bengali), Tabla and Gaudia Nritya.

Donations enjoy exemption U/s. 80G of Income Tax Act, 1961. All cheques must be drawn in the name of **National Cultural Association and sent to Nehru Children's Museum.** 94/1, Chowringhee Road, Kolkata - 700 020.

Names of all Donors over Rs. 3,000/- are displayed at Nehru Children's Museum for one year.

Help today to make their tomorrow brighter !

Nehru Children's Museum • Vidyasagar Academy
Projects of : **National Cultural Association**
Director Mobile no.: 98303 32535, Secretary Mobile No. : 98366 65588

Our Forthcoming Programmes

Item	*Date*	*Day & Time*	*Venue*
Drama "অবরোধ"	12th August	Sunday, 10 am.	Academy of Fine Arts
Jugal Srimal Scholarship Tagore Foundation Selection Recitation, Rabindra Nritya, Bharat Natyam, Rabindra Sangeet	15th August 22nd August	Wednesday, 11am - 6pm.	Nehru Children's Museum
Dance Programme	19th September	Wednesday 5.30 p.m.	Gyan Manch

টেগোর ফাউন্ডেশন
নেহরু চিলড্রেনস্ মিউজিয়াম

২২তম
যুগল শ্রীমল স্কলারশিপ

১৮০০ টাকা এক বছরের জন্য

প্রাথমিক পর্যায় তারিখ

আবৃতি- ১৫.০৮.১৮

রবীন্দ্রনৃত্য- ১৫.০৮.১৮

ভরতনাট্যম- ২২.০৮.১৮

রবীন্দ্রসংগীত- ২২.০৮.১৮

গান ও আবৃত্তি : ৭ - ১৬ বছর

নাচ : ৯ - ১৬ বছর

আবেদনপত্র ৩০ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে

নেহরু চিলড্রেনস্ মিউজিয়াম

৯৮৩৬৬৬৫৫৮৮

৯৬৭৪৫৭৩৪৯৬

৯৪৩৩৫৩২৬৮২

(সকাল ১১.৩০ - সন্ধ্যা ৬.৩০)

Acting Workshop - Sabhyasachi Chakrabrarty

7th June, 18 was the most awaited day for me. I was excited for this day. I was waiting to attend the workshop of Sabhyasachi Chakraborty. I went into the room and I was a bit afraid but when I entered into the room, all my fear went away as my fiends were all present there.

After an interval, he came into the room. We all gave him a warm welcome by wishing him in a sweat away. I was very cheerful to see the smile in his face. then he started his incredible story about his childhood, his struggles, how his parents had helped and guided him and how and when he persuided his journey. He was not given the opportunity to act, he did the work of the backstage, how we paved his work for success.

We all were enthrilled by hearing his journey. Another thing which he said can never be forgotten. He said, "Not all can become the best actor or actress, but we all need to become a good person in our life". A few other things which he said were togetherness, teamwork, communication to keep ourselves free and to never ever insult anybody. These are the things which a shall remember throughout my life.

And last but not the least "Hard work is the key to success". The way he groomed us was just awesome education is the way to know the world. Knowing the world will enhance our knowledge and will help us to act for the character. He learned us the divisions of stages, what the audience like and appreciate if its good. The actors have no holidays, "The show must go on, whatever the situation may be."

The 3 hours passed away like anything. We were engrossed in his oratory. The participants who participated in the workshop would definitely want to have a workshop again as he taught us with a grim. Lastly, thanks to Nehru Children's Museum for bringing him.

Saheli Nandy

ইন্দ্রানী সেন -এর " নানা রঙের গান"

এবারের গ্রীষ্মকালীন ওয়ার্কশপ ইন্দ্রানী সেন শেখালেন " নানা রঙের গান", পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা তিরিশ জন শিক্ষার্থীকে শেখালেন বেশ কিছু অভিনব গান। প্রথমটি ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের "মথুরা বাসিনী", দ্বিতীয় একটি ভজন "তন তো মন্দির হে" - পরমেশ্বরী রাগে রচিত এবং শেষটি আধুনিক গান "প্রজাপতি মন আজ মেলেছে ডানা" - জুনের ৫, ৬ এবং ৭ তারিখে অনুষ্ঠিত এই ওয়ার্কশপে শিক্ষার্থীরা তো উপকৃত হলোই, শেষবেলার ডেমনস্ট্রেশনের আসরে অভিভাবকরা পেলেন এক দুর্লভ অনুষ্ঠান।

Editor : Prabal Dutta, Associate Editor : Indrani Sengupta, Published by Indrani Sengupta on behalf of National Cultural Association and printed at Display Printers Pvt. Ltd. 16/3 Gariahat Road, Kolkata 700 019.
Contact : 94/1 Chowringhee Road, Kolkata - 700 020, E-mail : nehrumuseum1972@gmail.com